রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

"জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

২০২১ সনের ৩০ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জুলাই ২৯, ২০২১

সূচিপত্র

		পৃষ্ঠা নং
১ম	খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৩৬৯—৩৭৯
২য়	খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৯৩১—৯৭৭
৩য়	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৪র্থ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম	খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারী চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১০০৩—১০৪২
৭ম	খণ্ড—অন্য কোনো খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম	খণ্ড—বেসরকারী ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
	ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
	(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
	(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
	(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
	(৬) .....ইং তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

শৃঙ্খলা-১(১) অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২২ বৈশাখ ১৪২৮/০৫ মে ২০২১

নং ০৫.১৮০.২৭.০২.০০.০০৬.২০২০-৭১—যেহেতু, জনাব মোঃ জেহসান ইসলাম (পরিচিতি নম্বর-৭৪৪৭), প্রাক্তন মহাপরিচালক (যুগ্মসচিব), বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ বর্তমানে যুগ্মসচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি), সাভার, ঢাকা কর্তৃক ০৭-০৯-২০১৯ হতে ৩১-১০-২০১৯ তারিখ মেয়াদে আয়োজিত ৯১তম সিনিয়র স্টাফ কোর্সে অংশ গ্রহণের পর কোর্স চলাকালে বিপিএটিসি কর্তৃপক্ষের অনুমতি গ্রহণ ব্যতিরেকে বিদেশ সফরে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয় ; এবং

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ জেহসান ইসলাম ১৩-০৯-২০২০ তারিখে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির প্রার্থনা করলে ০৪-১০-২০২০ তারিখ ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয় ও ব্যক্তিগত শুনানিতে তিনি নিঃশর্ত ক্ষমা চেয়ে এ বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রার্থনা করেন; এবং

যেহেতু, বিভাগীয় মামলার শুনানিতে প্রদত্ত উভয় পক্ষের মৌখিক বক্তব্য, দাখিলকৃত কাগজপত্র এবং মামলার রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করা হয়। সার্বিক বিবেচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ জেহসান ইসলাম (পরিচিতি নম্বর-৭৪৪৭) কর্তৃক বিপিএটিসি-তে প্রশিক্ষণে যোগদানের পর বিপিএটিসি কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত বিদেশ সফরে যাওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত হয় অর্থাৎ তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়; এবং

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www. bgpress. gov. bd

যেহেতু, উক্ত বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় এবং অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক প্রশাসনিক বিষয়াদি বিবেচনায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর বিধি ৪(২)(ক) মোতাবেক তাঁকে 'তিরস্কার' নামীয় লঘুদণ্ড প্রদানের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে উক্ত লঘুদণ্ড আরোপের বিষয়ে মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেন;

সেহেতু, জনাব মোঃ জেহসান ইসলাম (পরিচিতি নম্বর-৭৪৪৭), প্রাক্তন মহাপরিচালক (যুগ্মসচিব), বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ বর্তমানে যুগ্মসচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় এবং অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক প্রশাসনিক বিষয়াদি বিবেচনায় উক্ত বিধিমালার ৪(২)(ক) বিধি মোতাবেক তাঁর উপর 'তিরস্কার' নামীয় লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শেখ ইউসুফ হারুন
সচিব।

শৃঙ্খলা-৫ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৬ বৈশাখ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/০৯ মে ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

নং **০৫.০০.০০০০.১৮৪.২৭.০০১.২০(বি.মা)-১৫৯**—(১) যেহেতু, জনাব কাজী আরিফুর রহমান (পরিচিতি নং ১৬৯০৫), প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বিয়ানীবাজার, সিলেট বর্তমানে সদস্যের একান্ত সচিব, আর্থ সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা গত ০৭-০২-২০১৮ হতে ২২-০৯-২০১৯ তারিখ পর্যন্ত উপজেলা নির্বাহী অফিসার বিয়ানীবাজার, সিলেট হিসাবে কর্মরত থাকাকালে উক্ত উপজেলাধীন 'দুর্যোগ সহনীয় ঘর নির্মাণ' ও জমি আছে ঘর নাই প্রকল্পগুলোর আওতায় ঘর/বাড়ি নির্মাণের দায়িত্বে থাকাকালীন প্রকল্পের কাজের মান যথাযথভাবে নিশ্চিত না করা এবং প্রকল্পের কাজ নিবিড়ভাবে তদারকি না করায় জেলা প্রশাসক, সিলেট কর্তৃক পরিদর্শনের সময় এ প্রকল্পগুলোর কাজের মান অত্যন্ত খারাপ দেখতে পান, বিশেষ করে 'জমি আছে ঘর নাই' প্রকল্পের একটি ঘরে পা রাখার সাথে সাথে ভেঙ্গে যায় যা তাঁর কর্তব্য কাজে চরম অবহেলা প্রদর্শন করে এবং তাঁর এই দায়িত্ব ও কর্তব্য অবহেলার কারণে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে এ মন্ত্রণালয়ের ২৭-০১-২০২০ তারিখের ০৫.০০. ০০০০.১৮৪.২৭.০০১.২০(বি.মা.) ৭১ নং স্মারকে কৈফিয়ত তলব করা হয় একই সাথে তিনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা তা জানতে চাওয়া হয়; এবং

২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর আলোকে ০৯-১২-২০২০ তারিখ লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির জন্য আবেদন করলে গত ১৮-০২-২০২১ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয় এবং ব্যক্তিগত শুনানি অন্তে ন্যায় বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ও অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হলে গুরুদণ্ড প্রদানের সম্ভাবনা থাকায় একজন তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় ; এবং

৩। যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা গত ১৮-০২-২০২১ তারিখে দাখিলকৃত প্রতিবেদনের সার্বিক মতামতে উল্লেখ করেছেন যে, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব কাজী আরিফুর রহমান-এর বিরুদ্ধে আনীত কর্তব্য কর্মে চরম অবহেলা প্রদর্শন সংক্রান্ত অভিযোগ সঠিক নয় মর্মে প্রতীয়মান হয় ;

৪। সেহেতু, জনাব কাজী আরিফুর রহমান (পরিচিতি নং ১৬৯০৫), প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বিয়ানীবাজার, সিলেট বর্তমানে সদস্যের একান্ত সচিব, আর্থ সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগসমূহ তদন্তে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় বিবেচনান্তে তাঁকে বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবলম্বে কার্যকর হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শেখ ইউসুফ হারুন
সিনিয়র সচিব।

উর্ধ্বতন নিয়োগ-১ শাখা

শোক বার্তা

তারিখ : ২১ বৈশাখ ১৪২৮/০৪ মে ২০২১

নং ০৫.০০.০০০০.১৩০.৩২.১৭৭.১৯-২১০—অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের প্রাক্তন অতিরিক্ত সচিব মরহুম মোহাম্মদ আবদুছ ছবুর চৌধুরী (পরিচিতি নম্বর-৫৭৩৮) গত ০২ মার্চ ২০২১ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

২। জনাব মোহাম্মদ আবদুছ ছবুর চৌধুরী ৩১ ডিসেম্বর ১৯৬৫ তারিখে চট্টগ্রাম জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ০১ এপ্রিল ১৯৯৩ তারিখে বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারে যোগদান করেন। তিনি ২৩ অক্টোবর, ২০১৯ তারিখে অতিরিক্ত সচিব পদে পদোন্নতি লাভ করেন।

৩। তিনি দীর্ঘ চাকরি জীবনে অত্যন্ত কর্তব্যপরায়ণ, দক্ষ, নিষ্ঠাবান ও সদালাপী কর্মকর্তা ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ০২(দুই) পুত্রসহ বহু আত্মীয়-স্বজন এবং অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

৪। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জনাব মোহাম্মদ আবদুছ ছবুর চৌধুরী এর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করছে এবং তাঁর পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

শেখ ইউসুফ হারুন
সিনিয়র সচিব।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
প্রশাসন শাখা-৫

অফিস আদেশ

তারিখ : ০৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮/২০ মে ২০২১

নং **২৫.০১৮.০০৫.০০২.০০.০১৪.২০১৫-১৪১**—যেহেতু, জনাব মোঃ শওকত আলী, উপ সহকারী প্রকৌশলী (ই/এম), গণপূর্ত ই/এম কারখানা বিভাগ, ঢাকায় কর্মরত অবস্থায় "অসদাচরণ" এর অভিযোগের প্রেক্ষিতে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের ১৮-১০-২০১৮ তারিখের ২৫.০১৮.০০৫.০০২.০০.০১৪.২০১৫.৩৩১ নম্বর স্মারকে ১২/২০১৮ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজু করে তার বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়;

২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা কারণ দর্শানোর জবাব দাখিল করেন। দাখিলকৃত জবাবের আলোকে ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণান্তে ন্যায় বিচারের স্বার্থে সুষ্ঠু তদন্তের আবশ্যকতা প্রতীয়মান হওয়ায় বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য জনাব সুবোধ চন্দ্র ঢালী, প্রাক্তন যুগ্মসচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ অপ্রমাণিত হয়েছে মর্মে ০৩-১২-২০২০ তারিখ প্রতিবেদন দাখিল করেন। পরবর্তীতে, তদন্তকারী কর্মকর্তা অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগসমূহ প্রমাণিত হয়নি মর্মে জানান।

৩। সেহেতু, জনাব মোঃ শওকত আলী, উপ সহকারী প্রকৌশলী (ই/এম), নাটোর গণপূর্ত বিভাগ এর নথি, দাখিলকৃত কাগজপত্র এবং তদন্ত প্রতিবেদনের সাথে একমত পোষণ করে অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ শওকত আলী'কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর উপবিধি (খ) অনুযায়ী **"অসদাচরণ"** এর অভিযোগে রুজুকৃত ১২/২০১৮ নম্বর বিভাগীয় মামলা হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

৪। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ শহীদ উল্লা খন্দকার
সচিব।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১০ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮/২৪ মে ২০২১

নং **২৫.০০.০০০০.০১৮.২৭.০০১.১৯-১৪৭**—যেহেতু, সৈয়দ ইমরানুল ইসলাম, নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) (ই/এম) (রিজার্ভ), গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকায় কর্মরত অবস্থায় অস্ট্রেলিয়ায় "University of Adelade-এ PHD কোর্সে অংশগ্রহণের নিমিত্ত গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় হতে ০৩ বছর ০৬ মাসের শিক্ষা ছুটি মঞ্জুর করা হয়। তার শিক্ষা ছুটির মেয়াদ ৩০-০৬-২০১৮ তারিখে শেষ হওয়া সত্ত্বেও কর্মস্থলে যোগদান করেননি এবং তার প্রার্থীত শিক্ষা ছুটির মেয়াদ বৃদ্ধির সুযোগ নেই মর্মে গণপূর্ত অধিদপ্তর হতে ০৪-০৭-২০১৮ তারিখ কর্মস্থলে যোগদানের নির্দেশ প্রদান করা হয়। তিনি কর্মস্থলে যোগদান না করায় গণপূর্ত অধিদপ্তর হতে ১৪-১০-২০১৮ তারিখ তাকে কারণ দর্শানো হয়। কিন্তু তিনি কোন জবাব প্রদান করেননি এবং কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে ৩০-০৬-২০১৮ তারিখ হতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন। সে কারণে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-৩ এর উপবিধি (খ) ও (গ) মোতাবেক **"অসদাচরণ"** ও **"পলায়ন"** এর অভিযোগে ০১/২০১৯ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজু করে এ মন্ত্রণালয়ের ১৩-০১-২০১৯ তারিখের ২৫.০০.০০০০.০১৮.২৭.০০১.১৯-০৭ নম্বর স্মারকে তার বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানায় অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয়;

২। যেহেতু, আপনি অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল করেননি। তবে, অভিযুক্ত কর্মকর্তা শিক্ষা ছুটির মেয়াদ বৃদ্ধি করার অথবা চাকুরী হতে পদত্যাগ করার জন্য ২৮-০১-২০১৯ তারিখে আবেদন করেন। বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব জনাব সুবোধ চন্দ্র ঢালীকে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত **"অসদাচরণ"** ও **"পলায়ন"** এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে ১৮-০৮-২০২০ তারিখ প্রতিবেদন দাখিল করেন। অতঃপর সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৭ এর উপবিধি ৮ অনুযায়ী দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়। তিনি দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল করেন। তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ৩ এর (ঘ) অনুযায়ী "চাকুরী হতে বরখাস্তকরণ" গুরুদণ্ড প্রদানের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কনসালটেশন রেগুলেশন, ১৯৭৯ এর প্রবিধান ৬ অনুযায়ী সরকারী কর্ম কমিশন-কে মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন **"অসদাচরণ"** ও **"পলায়ন"** এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় "চাকুরী হতে বরখাস্তকরণ" গুরুদণ্ড আরোপে কর্তৃপক্ষের প্রস্তাবের সাথে একমত পোষণ করে;

৩। যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের মতামত এবং বিভাগীয় মামলার সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রসহ প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনা করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ৩ এর (ঘ) অনুযায়ী সৈয়দ ইমরানুল ইসলামকে **"চাকুরী হতে বরখাস্তকরণ"** গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত বহাল রাখা হয় এবং নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি সৈয়দ ইমরানুল ইসলামকে **"চাকুরী হতে বরখাস্তকরণ"** গুরুদণ্ড আরোপের প্রস্তাব সানুগ্রহ অনুমোদন করেছেন;

৪। সেহেতু, সৈয়দ ইমরানুল ইসলাম, নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)(ই/এম)(রিজার্ভ), গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা'কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-৩ এর উপবিধি (খ) ও (গ) অনুযায়ী **"অসদাচরণ"** ও **"পলায়ন"** এর প্রমাণিত অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার বিধি ৪ এর উপবিধি ৩ এর (ঘ) অনুযায়ী চাকুরী হতে বরখাস্ত করা হলো।

৫। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ শহীদ উল্লা খন্দকার
সচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়
জরিপ অধিশাখা ২

বিজ্ঞপ্তিসমূহ

তারিখ : ২১ চৈত্র ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/০৪ এপ্রিল ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৬.২২১.১০(অংশ-১).১০৮—The State Acquisition And Tenancy Act. 1950(Act XXVIII of 1951) এর 144 (7) ধারা এবং Tenancy Rules, 1955-এর 34 (2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে :

ক্রম	মৌজার নাম	জে এল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলা	জেলা
১	ধনঞ্জয়পুর	৪৬	০৬	সাভার	ঢাকা
২	রামচন্দ্রপুর	০১	২৮৫৭	মোহাম্মদপুর	ঢাকা

তারিখ : ৩০ চৈত্র ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/১৩ এপ্রিল ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৬.০৪৭.১৯-১১২—The State Acquisition And Tenancy Act. 1950(Act XXVIII of 1951) এর 144(7) ধারা এবং Tenancy Rules, 1955-এর 34 (2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে :

ক্রম	মৌজার নাম	জে এল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলা	জেলা
১	হরিচাইল	১০৫	৬৬৫	কচুয়া	চাঁদপুর

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৬.০০৪.১৮-১১৩—The State Acquisition And Tenancy Act. 1950(Act XXVIII of 1951) এর 144(7) ধারা এবং Tenancy Rules, 1955-এর 34 (2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে :

ক্রম	মৌজার নাম	জে এল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১	চর সন্দোষপুর	২৭	২১১৪	সন্দ্বীপ	চট্টগ্রাম
২	থাক সন্দোষপুর	৫৭	২১৫৬	সন্দ্বীপ	চট্টগ্রাম

নং ৩১.০০.০০০০.৪৯.৩৩.০০৭.১৩-১১৪—The State Acquisition And Tenancy Act. 1950(Act XXVIII of 1951) এর 144(7) ধারা এবং Tenancy Rules, 1955-এর 34 (2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে :

ক্রম	মৌজার নাম	জে এল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলা	জেলা
০১	ডাকাতিয়া	২১	৩৮১৪	ভালুকা	ময়মনসিংহ
০২	ধামশুর	৪০	১৯৪২	ভালুকা	ময়মনসিংহ
০৩	কাদিগড়	২৯	৮৯৩	ভালুকা	ময়মনসিংহ

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৬.০০৬.১৬-১১৫—The State Acquisition And Tenancy Act. 1950(Act XXVIII of 1951) এর 144(7) ধারা এবং Tenancy Rules, 1955-এর 34 (2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে :

ক্রম	মৌজার নাম	জে এল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলা	জেলা
১	মাটলা	১৩	৪৮৯	গোপালগঞ্জ সদর	গোপালগঞ্জ
২	চন্দ্রদিঘলিয়া	১৯	২৪৫৬	গোপালগঞ্জ সদর	গোপালগঞ্জ
৩	পশ্চিম নিলখী	৩৭	১৩৭২	শিবচর	মাদারীপুর

নং ৩১.০০.০০০০.৪৯.৩৬.০০২.১৫(অংশ-১).১১৬—The State Acquisition And Tenancy Act. 1950 (Act XXVIII of 1951) এর 144(7) ধারা এবং Tenancy Rules, 1955-এর 34 (2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে :

ক্রম	মৌজার নাম	জে এল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলা	জেলা
১	উত্তরক্রোক	৬৯	০৮	সাভার	ঢাকা
২	অমরপুর	১১৩	৮৫৩	সাভার	ঢাকা
৩	মদনপুর	১১৮	০৩	সাভার	ঢাকা
৪	বাগসাতরা	২১২	৭৫৬	সাভার	ঢাকা
৫	ভাটপাড়া	১১৬	১৬০৭	সাভার	ঢাকা
৬	উত্তর দেওরা	০৬	৫০৬৫	পলাশ	নরসিংদী

তারিখ : ০৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/২৩ মে ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৩.০০৬.১৭-১২০—The State Acquisition And Tenancy Act. 1950(Act XXVIII of 1951) এর 144(7) ধারা এবং Tenancy Rules, 1955-এর 34 (2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে :

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	জে এল ন.	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলা	জেলা
১	ভাবকী	৫৩	১১৬৯	খানসামা	দিনাজপুর
২	উত্তম পাড়া	৪২	৩১১	খানসামা	দিনাজপুর
৩	দেউলগাঁও	৪৪	৩০৫	খানসামা	দিনাজপুর
৪	ফরিদাবাদ	০৯	৩১১	খানসামা	দিনাজপুর
৫	জোয়ার	৩৯	৪৫৫	খানসামা	দিনাজপুর
৬	আরাজী জাহাঙ্গীরপুর	১৭	২০৩	খানসামা	দিনাজপুর
৭	আরাজী যুগীরঘোপা	২৯	৪৬৩	খানসামা	দিনাজপুর
৮	চক সাকয়া	৩১	১২০	খানসামা	দিনাজপুর
৯	বালাডাঙ্গা	৩৩	২১৮	খানসামা	দিনাজপুর
১০	খোর্দ্দনারায়ণপুর	১২৯	১০০	বোচাগঞ্জ	দিনাজপুর
১১	শিলট	১০২	১৩২	বোচাগঞ্জ	দিনাজপুর
১২	বাতাসন	৩৩	৩৪৩	বোচাগঞ্জ	দিনাজপুর
১৩	পাড়েয়া	১০৩	১৫২	বোচাগঞ্জ	দিনাজপুর
১৪	সত্যমানডাঙ্গী	৯৬	১৭৬	বোচাগঞ্জ	দিনাজপুর
১৫	পশ্চিমবর্ষা	৫২	১৮৩	বোচাগঞ্জ	দিনাজপুর
১৬	ধোদৈর	১২০	১৬০	বোচাগঞ্জ	দিনাজপুর
১৭	সাটপুকুর	১৩৬	৯৭	বোচাগঞ্জ	দিনাজপুর
১৮	আইগনগাঁও	৬৫	৮৬	বোচাগঞ্জ	দিনাজপুর
১৯	সুন্দর পুখরিয়া	১০	১১৮	বোচাগঞ্জ	দিনাজপুর
২০	নারইল	১৩৫	২২১	বোচাগঞ্জ	দিনাজপুর
২১	উত্তর মহেশপুর	১৪	৬৭৯	দিনাজপুর সদর	দিনাজপুর
২২	লক্ষীদহ	৪৩	১৫৯	দিনাজপুর সদর	দিনাজপুর
২৩	বলতৈড়	৭৯	৩৯০	দিনাজপুর সদর	দিনাজপুর
২৪	উত্তর শিবপুর	১৭	৮২৫	দিনাজপুর সদর	দিনাজপুর
২৫	রাণীপুর	৩১	১৪৬৬	দিনাজপুর সদর	দিনাজপুর
২৬	তের আনিয়া	২৫	৪৩৭	পার্বতীপুর	দিনাজপুর
২৭	মাঝগ্রাম	৫১	৯৩	পঞ্চগড় সদর	পঞ্চগড়
২৮	জোত কৃষ্ণচন্দ্র নন্দী	২৮	১১৮	পঞ্চগড় সদর	পঞ্চগড়

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৩.১৬৩.১০(অংশ-১).১২১—The State Acquisition And Tenancy Act. 1950(Act XXVIII of 1951) এর 144(7) ধারা এবং (Tenancy Rules, 1955)-এর 34 (2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে :

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	জে এল নং	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলা	জেলা
১	কুড়াগাছা	১৬৮	৯২৫	মধুপুর	টাঙ্গাইল
২	কুড়ালিয়া	২২৩	৭১৪	মধুপুর	টাঙ্গাইল
৩	আমবাড়ীয়া	১২৬	৮৮৯	মধুপুর	টাঙ্গাইল
৪	রামকৃষ্ণবাড়ী	২৩২	৫২২	মধুপুর	টাঙ্গাইল
৫	বাইচাইল	৩০	১০০১	ঘাটাইল	টাঙ্গাইল
৬	ভানীকাত্রা	৫৭	৩১৮	ঘাটাইল	টাঙ্গাইল
৭	পাঁচটিকরী	৯৮	২৫২০	ঘাটাইল	টাঙ্গাইল
৮	খুপিবাড়ী	২৬২	৭২১	ঘাটাইল	টাঙ্গাইল
৯	রছুলপুর	২৫৮	১৯৩২	ঘাটাইল	টাঙ্গাইল
১০	জয়নাবাড়ী	৫৬	৬৪৬	ঘাটাইল	টাঙ্গাইল
১১	কদিম হামজানী	৩১	১৯৫৩	কালিহাতী	টাঙ্গাইল
১২	ধুনাইল	১৪১	৪৮৪	কালিহাতী	টাঙ্গাইল
১৩	আবজালপুর	০৫	৩৯৯	কালিহাতী	টাঙ্গাইল
১৪	নাগবাড়ী	২৫০	৯৬০	কালিহাতী	টাঙ্গাইল
১৫	ঘোনাবাড়ী	২৫৫	২৯১	কালিহাতী	টাঙ্গাইল
১৬	ভুটিয়া	৫৬	৬৯৭	গোপালপুর	টাঙ্গাইল
১৭	ভাদাই	৮০	১০০১	গোপালপুর	টাঙ্গাইল
১৮	গোলাবাড়ী	৮৭	৯৫০	গোপালপুর	টাঙ্গাইল
১৯	পাইলসা	০৭	১০৫৭	গোপালপুর	টাঙ্গাইল
২০	সোনামুই	৮২	১০০০	গোপালপুর	টাঙ্গাইল
২১	পাকুল্লা	০৯	১১৬৫	মির্জাপুর	টাঙ্গাইল
২২	আগজানা	২০৭	১৯০০	মির্জাপুর	টাঙ্গাইল
২৩	গুড়িয়াইল	৫৮	১০৮৪	মির্জাপুর	টাঙ্গাইল
২৪	আলোকদিয়া	১১২	১৫০০	টাঙ্গাইল সদর	টাঙ্গাইল

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মো. আব্দুর রহমান
উপসচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
জননিরাপত্তা বিভাগ
পুলিশ শাখা-১

তারিখ : ২১ চৈত্র ১৪২৭/০৪ এপ্রিল ২০২১

নং ৪৪.০০.০০০০.০৯৪.১২.০৫৩.১৪-২৯৮—যেহেতু, জনাব টি এম মোশাররফ হোসেন, (বিপি নং-৭৮০৮১২১৫৭১), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, পুলিশ সুপারের কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জ জেলাকে জনস্বার্থে সরকারি কর্ম হতে বিরত রাখা আবশ্যক ও সমীচীন;

সেহেতু, জনাব টি এম মোশাররফ হোসেন, (বিপি নং-৭৮০৮১২১৫৭১), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, পুলিশ সুপারের কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জ জেলাকে সরকারি কর্মচারী আইন, ২০১৮ (২০১৮ সালের ৫৭ নং আইন) এর ৩৯(১) ধারার বিধান মোতাবেক অদ্য ০৪-০৪-২০২১ খ্রিঃ তারিখ থেকে সরকারি চাকরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো।

সাময়িক বরখাস্তকালীন তিনি রেঞ্জ ডিআইজি'র কার্যালয়, খুলনায় সংযুক্ত থাকবেন এবং বিধি অনুযায়ী খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবেন।

জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোস্তফা কামাল উদ্দীন
সিনিয়র সচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
শৃঙ্খলা অধিশাখা

আদেশাবলী

তারিখ : ২৮ এপ্রিল ২০২১ খ্রি.

নং **৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.০২৪.২০২১-১৪৯**—যেহেতু ডা. ঝুমা সাহা (১২০২৮৯), প্যাথলজিস্ট, নারায়ণগঞ্জ জেনারেল (ভিক্টোরিয়া) হাসপাতাল, নারায়ণগঞ্জ-কে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের ২৮-০১-২০১৮ খ্রি. তারিখের ৪৭ নং স্মারকের আদেশে নারায়ণগঞ্জ জেলা কারাগারে পদায়ন করা হয়;

যেহেতু উক্ত কর্মকর্তা পদায়িত কর্মস্থলে যোগদান করেননি এবং এ কারণে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) মোতাবেক অসদাচরণের দায়ে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ০৭-০১-২০২০ খ্রি. তারিখের ৪১ নং স্মারকমূলে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন;

যেহেতু গত ২৬-০১-২০২১ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ব্যক্তিগত শুনানিতে বিধিমোতাবেক তার বক্তব্য গ্রহণ ও লিপিবদ্ধ করা হয়;

যেহেতু ব্যক্তিগত শুনানিতে অভিযুক্ত কর্মকর্তার জবাব সন্তোষজনক প্রতীয়মান হয়নি এবং তিনি উক্ত অভিযোগের বিষয়ে আইনগতভাবে গ্রহণযোগ্য কোনো ব্যাখ্যা প্রদানে ব্যর্থ হয়েছেন;

যেহেতু তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে এবং এ জন্য তিনি দণ্ড পাওয়ার যোগ্য;

সেহেতু ডা. ঝুমা সাহাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(২)(ক) বিধি অনুযায়ী 'তিরস্কার' লঘুদণ্ড আরোপ করা হলো। তাকে ভবিষ্যতে সরকারি আদেশ প্রতিপালনে সতর্কতা অবলম্বনের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো এবং এ মর্মে বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তি করা হল।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.০২৫.২০২১-১৫০**—যেহেতু ডা. খন্দকার আল-মামুন (১৩৫২৪৬), মেডিকেল অফিসার (অ্যানেসথেশিওলজি), ওএসডি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর; সংযুক্ত: ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর-কে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের ২৮-০১-২০১৮ খ্রি. তারিখের ৪৭ নং স্মারকের আদেশে নেত্রকোণা জেলা কারাগারে পদায়ন করা হয়;

যেহেতু উক্ত কর্মকর্তা পদায়িত কর্মস্থলে যোগদান করেননি এবং এ কারণে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) মোতাবেক অসদাচরণের দায়ে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ০৭-০১-২০২০ খ্রি. তারিখের ৪২ নং স্মারকমূলে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন;

যেহেতু গত ২৬-০১-২০২১ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ব্যক্তিগত শুনানিতে বিধিমোতাবেক তার বক্তব্য গ্রহণ ও লিপিবদ্ধ করা হয়;

যেহেতু ব্যক্তিগত শুনানিতে অভিযুক্ত কর্মকর্তার জবাব সন্তোষজনক প্রতীয়মান হয়নি এবং তিনি উক্ত অভিযোগের বিষয়ে আইনগতভাবে গ্রহণযোগ্য কোনো ব্যাখ্যা প্রদানে ব্যর্থ হয়েছেন;

যেহেতু তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে এবং এ জন্য তিনি দণ্ড পাওয়ার যোগ্য;

সেহেতু ডা. খন্দকার আল-মামুনকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(২)(ক) বিধি অনুযায়ী 'তিরস্কার' লঘুদণ্ড আরোপ করা হলো। তাকে ভবিষ্যতে সরকারি আদেশ প্রতিপালনে সতর্কতা অবলম্বনের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হল এবং এ মর্মে বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তি করা হল।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.০২৬.২০২১-১৫১**—যেহেতু ডা. গোলাম মোস্তফা (১২৫৩৪৭), সহকারী সার্জন, পিরোজপুর ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র, সোনারগাঁও, নরায়ণগঞ্জ-কে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের ২৮-০১-২০১৮ খ্রি. তারিখের ৪৭ নং স্মারকের আদেশে গাজীপুরের কাশিমপুর হাইসিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগারে পদায়ন করা হয়;

যেহেতু উক্ত কর্মকর্তা পদায়িত কর্মস্থলে যোগদান করেননি এবং এ কারণে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) মোতাবেক অসদাচরণের দায়ে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ০৭-০১-২০২০ খ্রি. তারিখের ৪৩ নং স্মারকমূলে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন;

যেহেতু গত ২৬-০১-২০২১ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ব্যক্তিগত শুনানিতে বিধিমোতাবেক তার বক্তব্য গ্রহণ ও লিপিবদ্ধ করা হয়;

যেহেতু ব্যক্তিগত শুনানিতে অভিযুক্ত কর্মকর্তার জবাব সন্তোষজনক প্রতীয়মান হয়নি এবং তিনি উক্ত অভিযোগের বিষয়ে আইনগতভাবে গ্রহণযোগ্য কোনো ব্যাখ্যা প্রদানে ব্যর্থ হয়েছেন;

যেহেতু তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে এবং এ জন্য তিনি দণ্ড পাওয়ার যোগ্য;

সেহেতু ডা. গোলাম মোস্তফাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(২)(ক) বিধি অনুযায়ী 'তিরস্কার' লঘুদণ্ড আরোপ করা হলো। তাকে ভবিষ্যতে সরকারি আদেশ প্রতিপালনে সতর্কতা অবলম্বনের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হল এবং এ মর্মে বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তি করা হল।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.০২৭.২০২১-১৫২**—যেহেতু ডা. মোহাম্মদ সাইদুজ্জামান (১৩৩৫১২), মেডিকেল অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, শ্রীনগর, মুন্সিগঞ্জ; সংযুক্ত: বাংলাদেশ-কোরিয়া মৈত্রী হাসপাতাল, জিরানী, সাভার, ঢাকা-কে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের ২৮-০১-২০১৮ খ্রি. তারিখের ৪৭ নং স্মারকের আদেশে পাবনা জেলা কারাগারে পদায়ন করা হয়;

যেহেতু উক্ত কর্মকর্তা পদায়িত কর্মস্থলে যোগদান করেননি এবং এ কারণে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) মোতাবেক অসদাচরণের দায়ে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ০৭-০১-২০২০ খ্রি. তারিখের ৪৪ নং স্মারকমূলে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন;

যেহেতু গত ২৬-০১-২০২১ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ব্যক্তিগত শুনানিতে বিধিমোতাবেক তার বক্তব্য গ্রহণ ও লিপিবদ্ধ করা হয়;

যেহেতু ব্যক্তিগত শুনানিতে অভিযুক্ত কর্মকর্তার জবাব সন্তোষজনক প্রতীয়মান হয়নি এবং তিনি উক্ত অভিযোগের বিষয়ে আইনগতভাবে গ্রহণযোগ্য কোনো ব্যাখ্যা প্রদানে ব্যর্থ হয়েছেন;

যেহেতু তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে এবং এ জন্য তিনি দণ্ড পাওয়ার যোগ্য;

সেহেতু ডা. মোহাম্মদ সাইদুজ্জামানকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(২)(ক) বিধি অনুযায়ী 'তিরস্কার' লঘুদণ্ড আরোপ করা হলো। তাকে ভবিষ্যতে সরকারি আদেশ প্রতিপালনে সতর্কতা অবলম্বনের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হল এবং এ মর্মে বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তি করা হল।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.০২৮.২০২১-১৫৩**—যেহেতু ডা. মোহাম্মদ ফজলুল করিম (১১১৪০৪), মেডিকেল অফিসার, ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, গোপালগঞ্জ-কে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের ২৮-০১-২০১৮ খ্রি. তারিখের ৪৭ নং স্মারকের আদেশে মাদারীপুর জেলা কারাগারে পদায়ন করা হয়;

যেহেতু উক্ত কর্মকর্তা পদায়িত কর্মস্থলে যোগদান করেননি এবং এ কারণে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) মোতাবেক অসদাচরণের দায়ে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ০৭-০১-২০২০ খ্রি. তারিখের ৪৫ নং স্মারকমূলে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন;

যেহেতু গত ২৬-০১-২০২১ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ব্যক্তিগত শুনানিতে বিধিমোতাবেক তার বক্তব্য গ্রহণ ও লিপিবদ্ধ করা হয়;

যেহেতু ব্যক্তিগত শুনানিতে অভিযুক্ত কর্মকর্তার জবাব সন্তোষজনক প্রতীয়মান হয়নি এবং তিনি উক্ত অভিযোগের বিষয়ে আইনগতভাবে গ্রহণযোগ্য কোনো ব্যাখ্যা প্রদানে ব্যর্থ হয়েছেন;

যেহেতু তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে এবং এ জন্য তিনি দণ্ড পাওয়ার যোগ্য;

সেহেতু ডা. মোহাম্মদ ফজলুল করিমকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(২)(ক) বিধি অনুযায়ী 'তিরস্কার' লঘুদণ্ড আরোপ করা হলো। তাকে ভবিষ্যতে সরকারি আদেশ প্রতিপালনে সতর্কতা অবলম্বনের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হল এবং এ মর্মে বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তি করা হল।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.০২৯.২০২১-১৫৪**—যেহেতু ডা. আব্দুল্লাহেল ওয়াফী (১৩৩৫৪৪), সহকারী রেজিস্ট্রার (অর্থোপেডিক সার্জারি), কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল, ঢাকা-কে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের ২৮-০১-২০১৮ খ্রি. তারিখের ৪৭ নং স্মারকের আদেশে টাঙ্গাইল জেলা কারাগারে পদায়ন করা হয়;

যেহেতু উক্ত কর্মকর্তা পদায়িত কর্মস্থলে যোগদান করেননি এবং এ কারণে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) মোতাবেক অসদাচরণের দায়ে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ০৭-০১-২০২০ খ্রি. তারিখের ৪৬ নং স্মারকমূলে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন;

যেহেতু গত ২৬-০১-২০২১ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ব্যক্তিগত শুনানিতে বিধিমোতাবেক তার বক্তব্য গ্রহণ ও লিপিবদ্ধ করা হয়;

যেহেতু ব্যক্তিগত শুনানিতে অভিযুক্ত কর্মকর্তার জবাব সন্তোষজনক প্রতীয়মান হয়নি এবং তিনি উক্ত অভিযোগের বিষয়ে আইনগতভাবে গ্রহণযোগ্য কোনো ব্যাখ্যা প্রদানে ব্যর্থ হয়েছেন;

যেহেতু তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে এবং এ জন্য তিনি দণ্ড পাওয়ার যোগ্য;

সেহেতু ডা. আবদুল্লাহেল ওয়াফীকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(২)(ক) বিধি অনুযায়ী 'তিরস্কার' লঘুদণ্ড আরোপ করা হলো। তাকে ভবিষ্যতে সরকারি আদেশ প্রতিপালনে সতর্কতা অবলম্বনের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হল এবং এ মর্মে বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তি করা হল।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.০৩০.২০২১-১৫৫**—যেহেতু ডা. আবু সালেহ আহমেদ (১৩১০৪২), রেজিস্ট্রার (সার্জারি), ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ফরিদপুর-কে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের ২৮-০১-২০১৮ খ্রি. তারিখের ৪৭ নং স্মারকের আদেশে রাজবাড়ী জেলা কারাগারে পদায়ন করা হয়;

যেহেতু উক্ত কর্মকর্তা পদায়িত কর্মস্থলে যোগদান করেননি এবং এ কারণে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) মোতাবেক অসদাচরণের দায়ে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ০৭-০১-২০২০ খ্রি. তারিখের ৪৭ নং স্মারকমূলে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন;

যেহেতু গত ২৬-০১-২০২১ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ব্যক্তিগত শুনানিতে বিধি মোতাবেক তার বক্তব্য গ্রহণ ও লিপিবদ্ধ করা হয়;

যেহেতু ব্যক্তিগত শুনানিতে অভিযুক্ত কর্মকর্তার জবাব সন্তোষজনক প্রতীয়মান হয়নি এবং তিনি উক্ত অভিযোগের বিষয়ে আইনগতভাবে গ্রহণযোগ্য কোনো ব্যাখ্যা প্রদানে ব্যর্থ হয়েছেন;

যেহেতু তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে এবং এ জন্য তিনি দণ্ড পাওয়ার যোগ্য;

সেহেতু ডা. আবু সালেহ আহমেদকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(২)(ক) বিধি অনুযায়ী 'তিরস্কার' লঘুদণ্ড আরোপ করা হলো। তাকে ভবিষ্যতে সরকারি আদেশ প্রতিপালনে সতর্কতা অবলম্বনের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হল এবং এ মর্মে বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তি করা হল।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.০৩১.২০২১-১৫৬**—যেহেতু ডা. মো. কামরুজ্জামান খান (১২০৯৪১), সহকারী সার্জন, গালিমপুর ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, নবাবগঞ্জ ঢাকা-কে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের ২৮-০১-২০১৮ খ্রি. তারিখের ৪৭ নং স্মারকের আদেশে দিনাজপুর জেলা কারাগারে পদায়ন করা হয়;

যেহেতু উক্ত কর্মকর্তা পদায়িত কর্মস্থলে যোগদান করেননি এবং এ কারণে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) মোতাবেক অসদাচরণের দায়ে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ০৭-০১-২০২০ খ্রি. তারিখের ৪৮ নং স্মারকমূলে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন;

যেহেতু গত ২৬-০১-২০২১ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ব্যক্তিগত শুনানিতে বিধিমোতাবেক তার বক্তব্য গ্রহণ ও লিপিবদ্ধ করা হয়;

যেহেতু ব্যক্তিগত শুনানিতে অভিযুক্ত কর্মকর্তার জবাব সন্তোষজনক প্রতীয়মান হয়নি এবং তিনি উক্ত অভিযোগের বিষয়ে আইনগতভাবে গ্রহণযোগ্য কোনো ব্যাখ্যা প্রদানে ব্যর্থ হয়েছেন;

যেহেতু তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে এবং এ জন্য তিনি দণ্ড পাওয়ার যোগ্য;

সেহেতু ডা. মো. কামরুজ্জামান খানকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(২)(ক) বিধি অনুযায়ী 'তিরস্কার' লঘুদণ্ড আরোপ করা হলো। তাকে ভবিষ্যতে সরকারি আদেশ প্রতিপালনে সর্তকতা অবলম্বনের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হল এবং এ মর্মে বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তি করা হল।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.০৩২.২০২১-১৫৭**—যেহেতু ডা. একেএম রেজাউল ইসলাম খান নিপুন (১২৬৪৪৯), সহকারী সার্জন, অলিপুরা ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, রায়পুরা, নরসিংদী-কে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের ২৮-০১-২০১৮ খ্রি. তারিখের ৪৭ নং স্মারকের আদেশে কিশোরগঞ্জ জেলা কারাগারে পদায়ন করা হয়;

যেহেতু উক্ত কর্মকর্তা পদায়িত কর্মস্থলে যোগদান করেননি এবং এ কারণে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) মোতাবেক অসদাচরণের দায়ে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ০৭-০১-২০২০ খ্রি. তারিখের ৪৯ নং স্মারকমূলে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন;

যেহেতু গত ২৬-০১-২০২১ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ব্যক্তিগত শুনানিতে বিধি মোতাবেক তার বক্তব্য গ্রহণ ও লিপিবদ্ধ করা হয়;

যেহেতু ব্যক্তিগত শুনানিতে অভিযুক্ত কর্মকর্তার জবাব সন্তোষজনক প্রতীয়মান হয়নি এবং তিনি উক্ত অভিযোগের বিষয়ে আইনগতভাবে গ্রহণযোগ্য কোনো ব্যাখ্যা প্রদানে ব্যর্থ হয়েছেন;

যেহেতু তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে এবং এ জন্য তিনি দণ্ড পাওয়ার যোগ্য;

সেহেতু ডা. একেএম রেজাউল ইসলাম খান নিপুন-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(২)(ক) বিধি অনুযায়ী 'তিরস্কার' লঘুদণ্ড আরোপ করা হলো। তাকে ভবিষ্যতে সরকারি আদেশ প্রতিপালনে সতর্কতা অবলম্বনের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হল এবং এ মর্মে বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তি করা হল।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.০৩৩.২০২১-১৫৮**—যেহেতু ডা. সাঈদ গোলাম রব্বানী (১২৮৩৪৭), মেডিকেল অফিসার, ওএসডি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর; প্রেষণ: ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা-কে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের ২৮-০১-২০১৮ খ্রি. তারিখের ৪৭ নং স্মারকের আদেশে যশোর কেন্দ্রীয় কারাগারে পদায়ন করা হয়;

যেহেতু উক্ত কর্মকর্তা পদায়িত কর্মস্থলে যোগদান করেননি এবং এ কারণে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) মোতাবেক অসদাচরণের দায়ে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ০৭-০১-২০২০ খ্রি. তারিখের ৫০ নং স্মারকমূলে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন;

যেহেতু গত ২৬-০১-২০২১ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ব্যক্তিগত শুনানিতে বিধি মোতাবেক তার বক্তব্য গ্রহণ ও লিপিবদ্ধ করা হয়;

যেহেতু ব্যক্তিগত শুনানিতে অভিযুক্ত কর্মকর্তার জবাব সন্তোষজনক প্রতীয়মান হয়নি এবং তিনি উক্ত অভিযোগের বিষয়ে আইনগতভাবে গ্রহণযোগ্য কোনো ব্যাখ্যা প্রদানে ব্যর্থ হয়েছেন;

যেহেতু তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে এবং এ জন্য তিনি দণ্ড পাওয়ার যোগ্য;

সেহেতু ডা. সাঈদ গোলাম রব্বানীকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(২)(ক) বিধি অনুযায়ী 'তিরস্কার' লঘুদণ্ড আরোপ করা হলো। তাকে ভবিষ্যতে সরকারি আদেশ প্রতিপালনে সতর্কতা অবলম্বনের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হল এবং এ মর্মে বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তি করা হল।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.০৩৪.২০২১-১৫৯**—যেহেতু ডা. নাজিফা তাবাস্‌সুম (১৩৪৪৫১), প্রভাষক (প্যাথলজি), মুগদা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা-কে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের ২৮-০১-২০১৮ খ্রি. তারিখের ৪৭ নং স্মারকের আদেশে ফরিদপুর জেলা কারাগারে পদায়ন করা হয়;

যেহেতু উক্ত কর্মকর্তা পদায়িত কর্মস্থলে যোগদান করেননি এবং এ কারণে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) মোতাবেক অসদাচরণের দায়ে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ০৭-০১-২০২০ খ্রি. তারিখের ৫১ নং স্মারকমূলে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন;

যেহেতু গত ২৬-০১-২০২১ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ব্যক্তিগত শুনানিতে বিধি মোতাবেক তার বক্তব্য গ্রহণ ও লিপিবদ্ধ করা হয়;

যেহেতু ব্যক্তিগত শুনানিতে অভিযুক্ত কর্মকর্তার জবাব সন্তোষজনক প্রতীয়মান হয়নি এবং তিনি উক্ত অভিযোগের বিষয়ে আইনগতভাবে গ্রহণযোগ্য কোনো ব্যাখ্যা প্রদানে ব্যর্থ হয়েছেন;

যেহেতু তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে এবং এ জন্য তিনি দণ্ড পাওয়ার যোগ্য;

সেহেতু ডা. নাজিফা তাবাস্‌সুমকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(২)(ক) বিধি অনুযায়ী 'তিরস্কার' লঘুদণ্ড আরোপ করা হলো। তাকে ভবিষ্যতে সরকারি আদেশ প্রতিপালনে সতর্কতা অবলম্বনের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হল এবং এ মর্মে বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তি করা হল।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেমক্রমে

লোকমান হোসেন মিয়া
সচিব।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০২-০৫-২০২১ খ্রিস্টাব্দ

নং **৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.০৪৯.২০২১-১৬০**—যেহেতু ডা. শুভ্রা দাস (১৪০৬৩০), সহকারী সার্জন, বাটাজোর উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, গৌরনদী, বরিশাল গত ৩১-১২-২০১৯ খ্রি. তারিখ হতে অদ্যাবধি বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন;

যেহেতু বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় তাকে চাকরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা সমীচীন মর্মে প্রতীয়মান হয়;

এক্ষণে সেহেতু তাকে সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮-এর ৩৯(১) ধারা মোতাবেক আদেশ জারির তারিখ থেকে চাকরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো;

প্রচলিত বিধি মোতাবেক তিনি সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়ে খোরপোষ ভাতাদি প্রাপ্য হবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

লোকমান হোসেন মিয়া
সচিব।

আদেশ

তারিখ : ০৪ মে ২০২১ খ্রি.

নং **৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.০৮৪.২০১৯-১৬৭**—যেহেতু ডা. শাহারিয়া শায়লা জাহান (১১১২৭৯), তত্ত্বাবধায়ক, ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, নোয়াখালী-এর বিরুদ্ধে তার পূর্ববর্তী কর্মস্থল কিশোরগঞ্জের বাজিতপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে

কর্মরত থাকাকালে কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে কর্মস্থল ত্যাগ, ২৯-১০-২০১৮ হতে ০১-১১-২০১৮ খ্রি. পর্যন্ত অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি, ১২-১১-২০১৮ খ্রি. তারিখের মাসিক সভাসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সভায় প্রায়শঃ অনুপস্থিত থাকা এবং ক্রমাগতভাবে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশ অমান্য করার অভিযোগে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) মোতাবেক অসদাচরণের দায়ে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ২০-০৭-২০২০ খ্রি. তারিখে ৪৭/২০২০ নং বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন;

যেহেতু গত ১৭-০১-২০২১ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ব্যক্তিগত শুনানিতে বিধি মোতাবেক তার বক্তব্য গ্রহণ ও লিপিবদ্ধ করা হয়;

যেহেতু ব্যক্তিগত শুনানিতে তার উপস্থাপিত বক্তব্য সন্তোষজনক প্রতীয়মান হয়েছে;

যেহেতু তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি এবং এ জন্য তিনি দণ্ড পাওয়ার যোগ্য নন;

সেহেতু ডা. শাহারিয়া শায়লা জাহানের বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) মোতাবেক অসদাচরণের অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তাকে উক্ত অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো এবং এ মর্মে তার বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তি করা হলো।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

লোকমান হোসেন মিয়া
সচিব।

পার-২ অধিশাখা

তারিখ : ০৪ মে ২০২১ খ্রিঃ

নং **৪৫.১৪৩.০১৯.০৩.০০.০০১.২০১৯-৩০২**—ডাঃ শাহ্ মোজাহেদুল ইসলাম (৩৯৩৫১), প্রাক্তন সিভিল সার্জন, পটুয়াখালী (বর্তমানে ওএসডি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা) এর বিরুদ্ধে পটুয়াখালী থানার মামলা নং-৩০, তারিখ : ১৩-১১-২০১৮ এর এজাহারভুক্ত আসামী হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ৪০৯/৪২০/৪৬৭/৪৬৮/১০৯ ধারাসহ ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি দমন প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় দুদক, পটুয়াখালী কর্তৃক বিজ্ঞ আদালতে (অভিযোগপত্র নং-০২, তারিখ : ১৬-০২-২০২১) দাখিল করা হয়েছে।

সেহেতু রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের ০৯-০২-১৯৮৯ খ্রি. তারিখের রাস/জানি/(দুদ)ঢা-১(৩১)/ঢাকা/৮৮-১৪৩(৪৫) নম্বর সার্কুলার এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ১৯-০১-২০১২ খ্রি. তারিখের ০৪.০০.০০০০.৫২১.০৪.০০৩.১২-২২ নম্বর পত্রের নির্দেশনা মোতাবেক উক্ত কর্মকর্তাকে সরকারি চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো।

সাময়িক বরখাস্তকালীন তিনি বিধি অনুযায়ী খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবেন।

জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হল।

লোকমান হোসেন মিয়া
সচিব।

বেসরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা-১ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ১৫ বৈশাখ ১৪২৭/২৮ এপ্রিল ২০২১

নং **৪৫.১৬২.১০৫.০০.০০.০২৯.২০১৮-৯৬**—'দি রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি অর্ডার, ১৯৭৩' (রাষ্ট্রপতির ১৯৭৩ সালের ২ নং আদেশ)-এর আর্টিকেল ১০(১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির প্রেসিডেন্ট কর্তৃক এতদ্বারা বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির চেয়ারম্যান হিসাবে মে. জে. এ.টি.এম. আবদুল ওয়াহহাব (অবঃ) কে প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ হতে পরবর্তী ০৩ (তিন) বছরের জন্য বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির চেয়ারম্যান হিসাবে নিয়োগ প্রদান করা হলো।

০২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

নং **৪৫.১৬২.১০৫.০০.০০.০২৯.২০১৮-৯৭**—বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির ১৯৭৩ সালের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ২৬ এর ৯ (সি) (১) এর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে এডহক ম্যানেজিং বোর্ড গঠন করা হইল :

ভাইস চেয়ারম্যান

১. জনাব মোঃ নূর-উর-রহমান
(সাবেক সচিব), ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ

ট্রেজারার

২. জনাব এম. এ ছালাম (ভাইস প্রেসিডেন্ট, BGMEA)

সদস্যবৃন্দ

৩. জনাব সালাহ উদ্দিন আহমদ

৪. বেগম আরমা দত্ত, এম.পি

৫. অধ্যাপক খান মোঃ আবুল কালাম আজাদ
(প্রাক্তন অধ্যক্ষ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ)

৬. ডা. রোকেয়া সুলতানা
(স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ)

৭. জনাব মফিজুর রহমান বাবুল
(প্রাক্তন সহ-সভাপতি, জেলা আওয়ামী লীগ, কুমিল্লা)

৮. জনাব মনজুরুল ইসলাম (DBC News)

৯. বেগম রাজিয়া সুলতানা লুনা
(সদস্য ব্যবস্থাপনা পর্ষদ, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি)

১০. ডাঃ মোঃ মোশাররফ হোসেন

১১. চৌধুরী সরোয়ার জাহান
(প্রফেসর, জিওলজি এন্ড মাইনিং বিভাগ)

১২. জনাব মোঃ সেকান্দার আলী
(অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র ডিসট্রিক্ট এন্ড সেশন জজ)

১৩. প্রফেসর ডাঃ কনক কান্তি বড়ুয়া (প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়)

১৪. জনাব মোঃ আব্দুল জব্বার জলিল (সিনিয়র সহ সভাপতি, সিলেট মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি)

০২। বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির এডহক ম্যানেজিং বোর্ডের মেয়াদ প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ থেকে ০৩ (তিন) মাস হইবে।

০৩। যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত ও জনস্বার্থে জারীকৃত এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

উম্মে হাবিবা
উপসচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়
অধিগ্রহণ-১
ফরম 'ঘ'
ঘোষণা
সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন, ১৯৪৮-এর
৫(৭) ধারা মোতাবেক

তারিখ: ১৩ শ্রাবণ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/২৮ জুলাই ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০২৮.২১-২০৮—যেহেতু, এ মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যে, নিম্নে উল্লিখিত তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করতে হবে এবং তদনুযায়ী সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইন, ১৯৪৮-এর ৫(৭) এর ৭(ক) ধারা অনুসারে উহার ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়েছে অথবা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে বলে গণ্য হয়েছে।

সেহেতু, এক্ষণে উক্ত সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন, ১৯৪৮-এর ৫(৭) উপধারা অনুযায়ী আমি ঘোষণা করছি যে, উক্ত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করা হলো এবং ইহা সর্বপ্রকার দায়-দায়িত্ব মুক্ত হয়ে সরকারের উপর অর্পিত হলো।

তফসিল

জেলা-ঢাকা, মৌজা-শহর ঢাকা, জে. এল নং-৩৪৩, সিট নং-২০, ওয়ার্ড নং-০৩।

সি, এস দাগ নং	দাগে মোট জমি (একরে)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
৫৩	০.২৬০০	০.০৬০০
৫৫	১.০০০	০.৪২০০
	সর্বমোট অধিগ্রহণকৃত জমি =	০.৪৮০০ একর

মোঃ আসাদুজ্জামান
উপসচিব।